পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

বিষয় ঃ তাঁত শিল্পের পূর্ণ বিকাশে চূড়ান্ত খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন।

সূত্র ঃ (ক) দশম জাতীয় সংসদের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৩তম সভার ১২.৬ নং ক্রমিকে গৃহীত সিদ্ধান্ত।
(খ) বাতাঁবো এর ১৯-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ২৪.০০.০০০০.৫১১.০৯.০৩৩.১৮-৮১৪ নং অফিস আদেশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে "ক" সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে "খ" সূত্রে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাঁত শিল্পের পূর্ণ বিকাশে খসড়া নীতিমালা অর্থাৎ "জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ (খসড়া)" প্রণয়নকরতঃ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ (খসড়া)- ২৫ (পঁচিশ) পৃষ্ঠা।

(গাজী মোঃ রেজাউল করিম)
সদস্য(পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)
ও
আহ্বায়ক
তাঁত শিল্পের পূর্ণ বিকাশে খসড়া
নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি

প্রাপকঃ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

ইউ.ও নোট নং- ২৪.০৫.০০০০.৫০৩.৯৯.০০১.২০১৫-১৮/৩৬

তারিখ ঃ ১৯-১১-২০১৮ খ্রিঃ।

জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ (খসড়া)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	প্রস্তাবনা	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	জাতীয় তাঁত নীতির ভিশন ও মিশন	০২
তৃতীয় অধ্যায়	জাতীয় তাঁত নীতির উদ্দেশ্য	০২
চতুর্থ অধ্যায়	সংজ্ঞাসমূহ	০৩
পঞ্চম অধ্যায়	তাঁত খাতের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি	০৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	তাঁত খাতের বিভিন্ন উপখাত	০৫
সপ্তম অধ্যায়	তাঁত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ	০৬
অষ্টম অধ্যায়	রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা	০৬
নবম অধ্যায়	গবেষণা ও উন্নয়ন	০৭
দশম অধ্যায়	তাঁত পণ্যের মেধা সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা	০৮
একাদশ অধ্যায়	তাঁত পল্লী, বেনারসী পল্লী, নকশি পল্লী, সার্ভিস সেন্টার, বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ	০৯
দ্বাদশ অধ্যায়	তাঁত ও নকশি পণ্যের বিপণনে দেশে বিদেশে মেলার আয়োজন; মেলার ব্যবস্থাপনা; রপ্তানি ও রপ্তানি সংযোগ	০৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন	১০
চতুর্দশ অধ্যায়	পরিবেশ বান্ধব তাঁত শিল্প ব্যবস্থাপনা	১১
পঞ্চদশ অধ্যায়	তাঁত পণ্যের তালিকা	১১
ষোড়ষ অধ্যায়	তাঁতের আধুনিকায়ন	১২
সপ্তদশ অধ্যায়	তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ	১২
অষ্টাদশ অধ্যায়	তাঁতি সমিতি গঠন	১৩
উনবিংশ অধ্যায়	জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন পরিষদ গঠন	১৪
বিংশ অধ্যায়	তাঁত নীতি বাস্তবায়ন কৌশল	১৬
একবিংশ অধ্যায়	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (ক) উপদেষ্টা কমিটি (খ) মনিটরিং কমিটি (গ) মূল্যায়ন কমিটি	১৭
দ্বাবিংশ অধ্যায়	নক্সা উন্নয়ন, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও নক্সা সংরক্ষণ	১৯
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	তাঁত যন্ত্র ও উপকরণ বিপণন	১৯
চতুর্বিংশ অধ্যায়	তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকা	১৯
পঞ্চবিংশ অধ্যায়	উপসংহার	২৩

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

মানুষের প্রধান ৫ টি মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো বস্ত্র। বাংলাদেশে বস্ত্র খাতের অধিকাংশ যোগান আসে তাঁত শিল্প থেকে। তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁত শিল্প বহু শতাব্দী থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সর্বশেষ তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০% তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে। এ শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৬৮.৭০ কোটি মিটার। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ১,২২৭.০০ কোটি টাকারও বেশি। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এর স্থান কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই তৃতীয় বৃহত্তম এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। দেশে বিদ্যমান ১,৮৩,৫১২ টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি। তন্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১১,৮৫১ টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১,৯৩,৭০৫ টি।

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে বিগত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। অবশ্য তখন সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু এ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ তেমন সফল না হওয়ায় লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে Bangladesh Handloom Board গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ৬৪ নং আইন অর্থাৎ "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩" এর ৩ ধারা অনুসারে "Bangladesh Handloom Board"এর নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড" করা হয়।

গত ১১.১০.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁত শিল্পের পূর্ণবিকাশে চূড়ান্ত খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি/মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ নির্দেশনার আলোকে "জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প একটি ঐতিহ্যবাহী বিকাশমান শিল্প। পরিবেশ বান্ধব ও পরিধানে অনেক আরামদায়ক বিধায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী তাঁত বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ এবং তাঁতিদের গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা, আর্থিক সহায়তাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাঁত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় তাঁত নীতির ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত।

মিশনঃ তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় তাঁত নীতির উদ্দেশ্য

জাতীয় তাঁত নীতির লক্ষ্য/উদ্দেশ্যঃ

১. তাঁত পণ্যের উৎপাদন ও-গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ;

২. মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৩. তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতাকরণ;

৪. তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৫. তাঁতিদের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান।

চতুর্থ অধ্যায়

সংজ্ঞাসমূহ

সংজ্ঞাসমূহঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(ক) "তাঁত" বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ এর ধারা-০১ এর উপধারা-০৮ এ বর্ণিত তাঁতকে বুঝাবে।
(খ) "তাঁতি"বলতে তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট বিধিতে বর্ণিত তাঁতিকে বুঝাবে;
(গ) "নীতিমালা" বলতে জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ কে বুঝাবে;
(ঘ) "বোর্ড" বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে বুঝাবে;
(ঙ) "বাতাবো" বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে বুঝাবে;
(চ) "সার্ভিস সেন্টার" বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধীন প্রতিষ্ঠিত সার্ভিস সেন্টারকে বুঝাবে;
(ছ) "তাঁত শিল্প" বলতে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;
(জ) "স্পিনিং" বলতে সুতা তৈরির (প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ফাইবার দ্বারা) বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;
(ঝ) "বয়ন/বুণন" বলতে বস্ত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;
(ঞ) "ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ফিনিশিং" বলতে সুতা/কাপড় রংকরণ, ছাপাকরণ, ফিনিশিং এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রক্রিয়াকে বুঝাবে;
(ট) "সুতা"বলতে প্রাকৃতিক, কৃত্রিম আঁশ দ্বারা তৈরি বিভিন্ন ধরনের সুতা, ফিলামেন্ট আকারে তৈরি সুতা এর নকশি সুতাও এর অন্তর্গত হবে;
(ঠ) "গার্মেন্টস"বলতে তৈরি পোশাক কারখানাকে বুঝাবে এবং
(ড) তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী পণ্যের "পোষক কর্তৃপক্ষ" বলতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে বুঝাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ

একটি বাস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর, উৎপাদনমূখী এবং ফলপ্রসু জাতীয় তাঁত নীতি প্রণয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা।

❖ সক্ষমতাঃ

- অভিজ্ঞতালব্ধ তাঁতি;
- ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে উৎপাদনের সুযোগ;
- গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল;
- দেশব্যাপী উপকরণ সরবরাহ নেটওয়ার্ক;
- নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী ও সৃজনশীল তাঁতি;
- উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান দক্ষ শ্রম শক্তি;
- উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্রময়তা;
- উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রাপ্যতা;
- সরকারের বিদ্যমান আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা;
- পরিবেশ বান্ধব তাঁত পণ্য;

❖ দূর্বলতাঃ

- দূর্বল বিপণন ব্যবস্থা;
- অপর্যাপ্ত প্রচারণা;
- উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলধনের অপ্রতুলতা;
- সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক তাঁত ঋণ;
- সমিতির সক্রিয়তার অভাব;
- উপকরণ ব্যবহারেও প্রাচীন ধ্যান ধারণা প্রয়োগ;
- বাজার চাহিদা পূরণের জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদন;
- উপযোগী প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা;
- সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে গবেষণা উন্নয়ন ও বিনিয়োগের উদ্যোগহীনতা;
- উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণের অভাব;
- প্রাপ্ত উপকরণসমূহের মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা;
- তাঁতজাত পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণের অপর্যাপ্ত সুযোগ;
- নগদ আর্থিক প্রণোদনা না থাকা;
- সামাজিক মর্যাদাহীনতা/নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
- গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগহীনতা;
- ভৌগলিক কারণে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি;

সুযোগঃ

- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- নারীর ক্ষমতায়ন;
- আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত বিদ্রমান তাঁত;
- প্রযুক্তি প্রসারের সুযোগ বিদ্যমান;
- পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ;
- বৈদেশিক বাজার সৃষ্টি এবং বাংলাদেশী অধ্যুষিত বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রির সুযোগ;
- উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণের বিরাজমান সুযোগ;
- পণ্যে মূল্য সংযোজনের বিদ্যমান সুযোগ;
- তাঁত খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ বিদ্যমান;
- অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বিদ্যমান;
- ব্যক্তি খাত ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধির সুযোগ;
- পরিবেশের জন্য সহনশীল;
- জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

❖ ঝুঁকিসমূহঃ

- বিরূপ প্রকৃতি (জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন) বিরাজমান;
- পেশার পরিবর্তন/সহজলভ্য বিকল্প পেশা পাপ্তির সুযোগ;
- তাঁত পেশা সম্পর্কে মানুষের নেতিবাচক মনোভাব;
- উৎপাদিত পণ্যের উচ্চমূল্যের কারণে বাজার চাহিদা হ্রাস;
- নতুন বাজার চাহিদা সৃষ্টি করতে না পারা;
- তাঁতীদের পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব;
- আপদকালীন আর্থিক প্রণোদনার অভাব;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য;
- নিম্নমানের তাঁত পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ;
- মানুষের রুচির পরিবর্তন;
- উচ্চ সুদের মহাজনী ব্যবসা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাঁত শিল্পের বিভিন্ন উপখাত

(ক) **স্পিনিং:-** তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হচ্ছে স্পিনিং। স্পিনিং এর মাধ্যমে তাঁত বস্ত্র তৈরির প্রধান কাঁচামাল সুতা তৈরি হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন'২০১৩ অনুযায়ী তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সুতা তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের উল্লেখ থাকলেও বোর্ডের কোন স্পিনিং মিল নেই। তাঁতিদের স্বল্প মূল্য ভালমানের সুতা সরবরাহের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্পিনিং মিল প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য হলো হ্যান্ড স্পিনিং। ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ড স্পিনারদের রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) **ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ফিনিশিংসহ অন্যান্য সেবা:-** এটি তাঁত বস্ত্রের অপর একটি উপখাত। তাঁত বস্ত্রের কারিগরি বয়নপূর্ব সেবা, যেমনঃ- সুতা টুইস্টিং, ওয়েন্ডিং, ওয়ার্পিং, সাইজিং, মার্সেরাইজিং, রংকরণ সেবা এবং বয়নোত্তর সেবা, যেমন- ওয়াশিং, ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ক্যালেন্ডারিং, ফিনিশিংসহ সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হবে।

(গ) **গার্মেন্টস শিল্পঃ** এ শিল্প তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। বাৎসরিক মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ৮০% আসে এ খাত হতে। এ শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে তাঁত বস্ত্রের অবদান রয়েছে। তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারি/তাঁতি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(ঘ) **নকশি শিল্পঃ** এ শিল্প তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। নকশি শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্য। এ শিল্পে তাঁত বস্ত্র ব্যবহার করা হয়। নকশি শিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে নকশি পল্লী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

(ঙ) **হোসিয়ারি শিল্পঃ** স্বল্প পরিসরে স্থাপিত এ শিল্প তাঁত শিল্পের সহযোগী উপখাত। এ শিল্পে গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, মাফলার, কার্ডিগান, বাচ্চাদের শীতের পোষাক ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ শিল্পের সম্প্রসারণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়েনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

তাঁত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ

তাঁত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে সুতা। তাঁত শিল্প বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন, বিভিন্ন বেসরকারি স্পিনিং মিল এবং আমদানীকারকদের নিকট হতে সুতা সংগ্রহ করে থাকে। সুতা তৈরির কাঁচামাল হচ্ছে তুলা। বাংলাদেশে মোট চাহিদার প্রায় ২% তুলা উৎপাদন হয়ে থাকে। এছাড়া সুতা ও কাপড় রংকরণ এবং ছাপাকরণে রং-রসায়ন প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ রং-রসায়ন বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ফলে তাঁত শিল্প খাতের কাঁচামাল এবং কাঁচামালের উৎপাদন আমদানী নির্ভর হওয়ায় তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন খরচ বেশি হয় । তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা, উর্দ্ধমূল্য এবং সহজলভ্য না হওয়া।

তাঁত শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাঁচা তুলা আমদানীতে শুল্ক কমানো, তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালীকরণ, বিটিএমসি এর মিলগুলো থেকে সুলভমুল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড স্পিনিং মিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁতিদের ন্যায্যমূল্য সুতা সরবরাহকরণ, আমদানীকৃত সুতার উপর শুল্ক হ্রাসকরণ এবং রং-রসায়ন আমদানীর ক্ষেত্রে তাঁতিদের প্রণোদনা প্রদান এবং তাঁত অধ্যুষিত অঞ্চলে গুদামঘর তৈরি করে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অষ্টম অধ্যায়

রাজস্ব এবং আর্থিক প্রণোদনা

তাঁত পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সমূহ, যন্ত্রাংশ, রং-রসায়ন ও উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল আমদানি কর অবকাশ, নতুন নতুন তাঁত কারখানা তৈরী, নগদ সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপর সুদের হারের বিষয়ে একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যমান তাঁত নীতিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

১। যে সকল উদ্যোক্তা তাঁত শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের কমপক্ষে ৫০% রপ্তানি অথবা পণ্যের কাঁচামাল হিসাবে উৎপাদিত পণ্যের ৫০% সরবরাহ করে সেসব তাঁত কারখানাসমূহকে রপ্তানিমুখী তাঁত কারখানা হিসাবে গণ্য করা।

২। উৎপাদিত তাঁত পণ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং রপ্তানি নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁত শিল্পের প্রসারে সরকারী সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

৩। তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ (সুতা, রং-রসায়ন) আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪। উৎপাদিত অবিক্রিত তাঁতপণ্য সাময়িক ক্রয়/সংরক্ষণের জন্য সরকারী ওয়্যারহাউজের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫। কৃষক ও জেলেদের ন্যায় তাঁতি/তাঁত শিল্পীদের আপদকালীন আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা।

৬। চিহ্নিত রুগ্ন তাঁত শিল্পের পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭। স্বল্প সুদে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সম্প্রসারণ করা।

৮। যে সকল দক্ষ তাঁত শিল্পী পেশা পরিবর্তন করেছে তাদের জন্য 'তাঁতে ফেরা' প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে তাঁতসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৯। উৎপাদিত তাঁত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০। জাতীয় দিবস, জাতীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিতে তাঁতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।

১১। তাঁত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য দেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, বিদেশে স্থাপিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে স্বল্প পরিসরে তাঁত পণ্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

১২। উৎপাদিত তাঁত পণ্য বিক্রয় সহজীকরণের জন্য উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।

১৩। "জাতীয় তাঁত দিবস" পালন করা।

নবম অধ্যায়

গবেষণা ও উন্নয়ন

গবেষণা ও উন্নয়নঃ

সম্ভবনাময় তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার । গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি সুসমন্বিত গবেষণা পরিকল্পনা অপরিহার্য। গবেষণার মাধ্যমে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনা সম্ভব । এর ফলে তাঁত বস্ত্র সরবরাহ-কেন্দ্রিক এর পরিবর্তে চাহিদাভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন মাত্রার চেয়ে উৎপাদন দক্ষতা, সৃজনশীলতা, ফ্যাশনে বৈচিত্র, ভোক্তার চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এছাড়াও এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত কাঁচামালের সরবরাহ, কর্মসংস্থান, সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ, পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, দেশে-বিদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসার ইত্যাদি নতুন ধারণার ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় রেখে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখা। এ জন্য গবেষণা ও

উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক জবাবদিহিতার পাশাপাশি কার্যকর Inspection, অগ্রাধিকার পুন:নির্ধারণ এবং সুদৃঢ়করণের দাবী রাখে। এসব বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রধান কৌশলসমূহ নিম্নরূপঃ

১. গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পদ্ধতি;
২. গবেষণা পরিকল্পনা ও অর্থায়ন;
৩. গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র;
৪. প্রযুক্তি হস্তান্তর;
৫. সেবা প্রদানে সমতা;
৬. তথ্যবিদ্যা;
৭. অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং
৮. মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ।

দশম অধ্যায়

তাঁত পণ্যের মেধা সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা

১০.১ তাঁত পণ্যের মেধা সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মেধা সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সকল তাঁতজাত পণ্যের GI (Geographical Indication) এর আবেদন করা হবে। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন এন্ড ট্রেডমার্কস এর সহায়তায় উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০.২ শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন তাঁতজাত পণ্য উৎপাদিত হয়ে আসছে, যেমন, টাঙ্গাইল শাড়ী, জামদানী শাড়ী, পাবনা শাড়ী, সিরাজগঞ্জের শাড়ী, গামছা, কুমারখালীর গামছা, বেডশীট, নরসিংদীর শাড়ী, লুঙ্গি, বেডশীট, ঢাকার রুহিতপুরীর লুঙ্গি, মিরপুরের কাতান শাড়ী, রাজশাহীর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সিল্কশাড়ী, পাবনার ঈশ্বরদীর কাতান শাড়ী, রংপুরের কাতান শাড়ী ও শতরঞ্জি, নীলফামারীর সৈয়দপুরের কাতান শাড়ী, পঞ্চগড়ের সূতি শাড়ী, কিচেন টাওয়াল, লালমনিরহাটের চাদর, সিলেট অঞ্চলের মনিপুরী শাড়ী ও বেডশীট, পার্বত্য জেলা সমূহের থামি, গিনন চাদর, যশোর ও জামালপুরের নকশি পণ্য, নারায়নগঞ্জের জামদানীর সকল পণ্য, শরীয়তপুরের পাগড়ী ও গামছা, ফরিদপুরের গামছা ও লুঙ্গিসহ অন্যান্য অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্যগুলি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান।

১০.৩ তাঁতপণ্যের ডিজাইন সংরক্ষণ এবং ডিজাইনারদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১০.৪ তাঁত তৈরি হতে বুনন ও বাজারজাতকরণের পূর্ব সময় পর্যন্ত তাঁতের প্রত্যেকটি ধাপের সকল কারিগর যাতে হারিয়ে না যায়, সে জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১০.৫ তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণকারী তাঁতিদের বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ।

১০.৬ নতুন তাঁতজাত পণ্য উৎপাদনকারী এবং ডিজাইনারদের মেধা সম্পদকে সর্বোচ্চ বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা হবে।

একাদশ অধ্যায়

তাঁতপল্লি, বেনারসি পল্লি, নকশি পল্লি, সার্ভিস সেন্টার, বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ

১১.১ তাঁতি ও নকশি শিল্পীরা স্বল্প জায়গায় অন্যের জমিতে কিংবা সরকারী জমিতে ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করে ফলে তাদের উচ্ছেদ করা হয় কিংবা তারা পেশা পরিবর্তন করে। আবার মূলধন সমস্যা, বিপণন সমস্যা, কাঁচামাল প্রাপ্তির সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার কারণে এ শিল্পগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১১.২ তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতি ও নকশি শিল্পীদের আবাস কাম কারখানা, প্রশিক্ষণের সুবিধা, বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তরসহ কারিগরি সেবা, কাচামাল প্রাপ্তির সুবিধা, বিপণনের সুবিধা, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ এর সুবিধাসহ খোলামেলা পরিবেশে তাঁত পল্লি, বেনারসি পল্লি, জামদানী পল্লি, নকশিপল্লি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১১.৩ পরিকল্পনা বিহীনভাবে যত্রতত্র তাঁতশিল্প ও নকশী শিল্প নিরুৎসাহিত করে তাঁত/নকশী অধ্যুষিত এলাকা সমূহের তাঁত/নকশী পল্লীতে স্থানান্তর করা হবে। স্থানান্তরিত তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী শিল্পের উদ্যোক্তাকে বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

১১.৪ তাঁতপল্লি/নকশী পল্লিতে স্থাপিত তাঁত শিল্পের জন্য বিশেষ ধরনের কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হবে। সরকারি বিদ্যমান আইনি কাঠামোর ভিতর এ বিষয়ে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

১১.৫ কাঁচামাল, রাসায়নিক ও সূতা আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত বর্তমান সুবিধাদি ছাড়াও এ শিল্পসমূহের অবশিষ্ট মালামাল আমাদানির ক্ষেত্রেও শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানে বিশেষ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

১১.৬ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে নিবন্ধিত তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী শিল্পকে অন্য কোন সংস্থায় নিবন্ধিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দ্বাদশ অধ্যায়

তাঁত ও নকশী পণ্যের বিপণনে দেশে বিদেশে মেলার আয়োজন, মেলা ব্যবস্থাপনা, রপ্তানি ও রপ্তানি সংযোগ

১২.১ দেশের উপজেলা, পৌরসভা, জেলা বিভাগীয় শহর এবং রাজধানী শহরে বিভিন্ন উৎসবে (Festival), ঋতুতে (season) তাঁত ও নকশী পণ্যের মেলা আয়োজনে সহায়তা করা হবে।

১২.২ দেশে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলায় তাঁত ও নকশী পণ্যের স্টল বরাদ্দ/অংশগ্রহণে তাঁতি ও তাঁত/নকশী উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা করা হবে।

১২.৩ দেশের জেলা ও বিভাগীয় শহর, বিমান বন্দর, পর্যটন কেন্দ্র, বিভাগীয় শহরের রেলস্টেশনে তাঁত ও নকশী পণ্যের প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১২.৪ রপ্তানিমুখী তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য Forward linkage এবং Backward linkage এর লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২.৫ সরকার কর্তৃক পণ্যের কাঁচামালের ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১২.৬ বাতাঁবো কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী পণ্য রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত হবে।

১২.৭ তাঁত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

১২.৮ তাঁত পণ্যের দাম বিশ্ববাজারে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত পণ্য উৎপাদনে পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

১৩.১ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের পরিবর্তিত বস্ত্রের চাহিদা বিবেচনা করে তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী কারিগরদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.২ কাপড়ের ত্রুটির হার হ্রাস, রং পাকা, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি, গুণগতমানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদনের জন্য তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৩.৩ ভোক্তার রুচি ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বস্ত্রের ডিজাইন উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের ডিজাইন উন্নয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৩.৪ তাঁত সেক্টরে নিয়োজিত সকল তাঁতি, কারিগর, শ্রমিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

১৩.৫ তাঁত খাতের সকল উদ্যোক্তা, রপ্তানিকারক এবং তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী শিল্পীদের প্রণোদনা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

১৩.৬ তাঁত শিল্পের ব্যক্তিখাতের শিল্প ব্যবস্থাপনা এবং তাঁত বোর্ডের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা হবে।

১৩.৭ তাঁত ও বস্ত্র খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির জন্য দক্ষতা স্তর ও উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১৩.৮ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সঙ্গতি রেখে বস্ত্র এবং পণ্যের বহুমুখীকরণ বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে।

১৩.৯ বস্ত্র খাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কার্যকর ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে ফিল্ড ট্রিপ/শিল্পে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৩.১০ প্রত্যন্ত অঞ্চলের তাঁতি ও কারিগর এবং উদ্যোক্তাদের জন্য মোবাইল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩.১১ শিক্ষিত বেকারদের বস্ত্র/তাঁত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক তাদের উদ্যোক্তা/কর্মক্ষম জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১৩.১২ প্রশিক্ষিত তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী শিল্পীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাঁত ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশ বান্ধব তাঁত শিল্প ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্ভাবনাময় শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ শিল্প পরিবেশ বান্ধব। ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, ফিনিশিং এ শিল্পের অন্যতম উপখাত। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ও রং-রসায়ন ব্যবহার হয়। এ সকল রং-রসায়ন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সুতা এবং কাপড় রংকরণে পরিবেশ বান্ধব রং এবং ভেজিটেবল ডাই এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে। তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত রং-রসায়ন পরিবেশের যাতে ক্ষতি না করে সে জন্য তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গুচ্ছ আকারে বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করা হবে। পরিশোধনকৃত পানি পুনঃপুনঃ ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং বর্জ্যসমূহ হতে উপজাত পণ্য তৈরিতে সহায়তা করা হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

তাঁত পণ্যের তালিকা

(১) শাড়ীঃ টাঙ্গাইল শাড়ী, পাবনা শাড়ী, সিরাজগঞ্জের শাড়ী, নসসিংদীর শাড়ী, মনিপুরী শাড়ী, পঞ্চগড়ের সূতি শাড়ী, মিরপুর, ঢাকার কাতান শাড়ী, ঈশ্বরদী, পাবনার কাতান শাড়ী, রংপুরের কাতান শাড়ী, সৈয়দপুর, নীলফামারীর কাতান শাড়ী, রাজশাহীর সিল্ক শাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সিল্ক শাড়ী, টাঙ্গাইলের সিল্ক শাড়ী, মিরপুর, ঢাকার সিল্ক শাড়ী, ঢাকাই জামদানী, নারায়নগঞ্জের জামদানী, টাঙ্গাইলের জামদানী শাড়ী এবং অন্যান্য স্থানের শাড়ী।

(২) লুঙ্গিঃ রুহিতপুর, দোহার, ঢাকার লুঙ্গি, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া, নওগাঁ, জয়পুরহাট, নরসিংদী, টাঙ্গাইল ফরিদপুরসহ অন্যান্য জেলার লুঙ্গি।

(৩) গামছাঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, শৈলকূপা, যশোর, বগুড়া, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, নরসিংদীসহ অন্যান্য জেলার গামছা।

(৪) বেডসীটঃ কুষ্টিয়া, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার অন্যান্য জেলার বেডসীট।

(৫) ধূতি
(৬) থানকাপড়
(৭) টাওয়াল
(৮) পাগড়ি
(৯) জানালা/দরজার পর্দা।
(১০) সোফার কাভার
(১১) কুশন কাভার
(১২) শাল
(১৩) চাদর
(১৪) পাঞ্জাবি
(১৫) ফতুয়া
(১৬) থ্রি পিস
(১৭) স্কার্ফ
(১৮) স্কার্ট
(১৯) টপস
(২০) ব্লাউজ
(২১) ওড়না
(২২) থামি/পিনন
(২৩) শতরঞ্জি
(২৪) এপ্রোন
(২৫) শার্ট
(২৬) ফ্লোরম্যাট
(২৭) নকশী কাঁথা
(২৮) নকশী বেডশীট
(২৯) ওয়ালমেট
(৩০) খাদি ও খদ্দরের সকল পণ্য (চাদর/শাল/ফতুয়া, শার্ট ও পাঞ্জাবি ইত্যাদি)
(৩১) টাওয়েল (কিচেন টাওয়েল, জিম টাওয়েল, হ্যান্ড টাওয়েল)
(৩২) বিছানা স্প্রে
(৩৩) রুমাল
(৩৪) গজ ও ব্যান্ডেজ
(৩৫) মশারি
(৩৬) ভ্রমণ ব্যাগ ও অন্যান্য ব্যাগ
(৩৭) হোসিয়ারী পণ্য(গেঞ্জি, মোজা, সোয়টার ইত্যাদি),
(৩৮) তাঁতে উৎপাদিত অন্যান্য পণ্য।

ষোড়শ অধ্যায়

তাঁতের আধুনিকায়ন

১৬.১ তাঁতে ওয়ার্পিং, ওয়াইন্ডিং এ সোলার পাওয়ার প্রযুক্তি সংযোজন করা হবে।

১৬.২ তাঁতে বিটিং অ্যাপ মেকানিজমের মাধ্যমে অটোমেটিক শেডিং ও পিকিং মোশন সংযোজন করা হবে।

১৬.৩ তাঁতে অটোমেটিক স্যাটেল পরিবর্তন মোশন সংযোজন করা হবে।

১৬.৪ তাঁতে অটোমেটিক ওয়ার্প ও ওয়েফ্ট ব্রেকেজ ডিটেক্টর মোশন সংযোগ করা হবে।

১৬.৫ তাঁত, ওয়ার্পিং ড্রাম ও চরকায় বৈদ্যুতিক মটর সংযোজন করা হবে।

১৬.৬ কাপড়ে নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করার জন্য অটোমেটিক ডবি ও জ্যাকার্ড মেকানিজম সংযোজন করা হবে।

১৬.৭ তাঁতের উন্নয়নে অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

১৬.৮ তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য তাঁত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ

১৭.১ পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তাঁত পণ্যের নকশা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে বৈচিত্রময় তাঁতজাত পণ্য উৎপাদন করা হবে।

১৭.২ তাঁত পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে তাঁতি পরিবারের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১৭.৩ তাঁত পণ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে তাঁতিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বাতাঁবো এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে তাঁত পণ্যের বহুমুখীকরণের বিষয় প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে।

১৭.৪ তাঁত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং উন্নয়নের জন্য দেশী ও বিদেশী কারিগরি সেবা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে এ ধরণের প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের (Development partner) সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৭.৫ বহুমুখী তাঁত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ, মেলার আয়োজন, রোড শো ইত্যাদি করা হবে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বস্ত্র পণ্যের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তাঁতি সমিতি গঠন

১৮.১। যৌক্তিকতা:

তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী শিল্পীদের সুসংগঠিত করে সেবাসমূহ প্রাপ্তি সহজতর করা, সামাজিক মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করাসহ সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের লক্ষ্যে তাঁতি সমিতি গঠন করা অপরিহার্য।

১৮.২। উদ্দেশ্য:

ক) ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে তাঁতিদের সংগঠিত করা ও শক্তিশালী তাঁতি সমিতি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
খ) তাঁতজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে সমিতিভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
গ) তাঁতজাত পণ্যের উৎপাদনে অঞ্চলভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
ঘ) তাঁতজাত পণ্যের উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা;
ঙ) দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁত খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসাবে গড়ে তোলা;
চ) সমিতিসমূহকে গণতান্ত্রিক ও আত্মনির্ভশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা;
ছ) নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমিতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
জ) পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনে সমিতিসমূহকে দক্ষ করা;
ঝ) উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা:
ঞ) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা:
ট) তাঁতি সমিতির মাধ্যমে তাঁত সংক্রান্ত সেবাসমূহ তাঁতিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

১৮.৩। সমিতি গঠনে তাঁত বোর্ডের ভূমিকা:

গঠিত সমিতি তাঁতি সমিতি বিধিমালা, ১৯৯১ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তাঁত বোর্ড তাঁতি সমিতিসমূহ নিবন্ধন দিবে। সমিতি নিয়মিত অডিট কার্যক্রম, সঞ্চয় আদায়, ঋণ প্রদান এবং কাঁচামাল আমদানিসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

১৮.৪। বিধিমালা যুগোপযুগীকরণ: তাঁতি সমিতি বিধিমালা যুগোপযোগী করা হবে।

১৮.৫। তাঁতি সমিতিসমূহের অবস্থান: দেশে বর্তমান তাঁতিদেরকে সংগঠিত করে সমিতির মাধ্যমে উদ্দেশ্যভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা।

ক) প্রাথমিক তাঁতি সমিতি: ১৮ ও তদূর্ধ বয়সের কমপক্ষে ১০ জন তাঁতি নিয়ে প্রাথমিক তাঁতি সমিতি গঠিত হবে। এক পরিবার হতে একজন তাঁতি সমিতির সদস্য হবে। পরিবার বলতে ইউনিয়ন পরিষদের ট্যাক্স ভিন্নভাবে প্রদান করে এরূপ পরিবার অথবা একান্নবর্তী পরিবারের সকল সদস্যকে বুঝাবে।

খ) মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি: কমপক্ষে দশ (১০) টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সমন্বয়ে একটি মাধ্যমিক তঁতি সমিতি গঠিত হবে।

গ) জাতীয় তাতি সমিতি: জাতীয় পর্যায়ে একটিমাত্র তাঁতি সমিতি থাকিবে। মাধ্যমিক তাঁতি সমিতিসমূহের সমন্বয়ে জাতীয় তাঁতি সমিতি গঠিত হবে। পেশাভিত্তিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তাঁতি সমিতিসমূহকে অর্থবহ সমর্থন ও সেবা প্রদানই জাতীয় তাঁতি সমিতির মূল দায়িত্ব।

১৮.৫। সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ:

ক) তাঁতি সমিতিগুলোকে স্ব-শাসিত ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে আত্মব্যবস্থাপনা ও পেশাগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;

খ) সমিতির সদস্যদের সমিতিতে নেতৃত্ব প্রদানে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা:

১৮.৬। সমিতিসমূহের আত্মনির্ভশীল ও ঋণ দান ব্যবস্থা জোরদারকরণ:

ক) তাঁতি সমিতিসমূহ যাতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে সেজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমিতিসমূহকে সরকারি সেবা ও উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

খ) তাঁতি সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

১৮.৭। মানব সম্পদ উন্নয়নে সমিতির ভূমিকা:

ক) তাঁতি সমিতির সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

খ) তাঁত বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করা।

ঊনবিংশ অধ্যায়

তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ

তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য "তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ" নামে একটি পরিষদ থাকবে; যা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ সমন্বয় পরিষদ তাঁত শিল্প সংক্রান্ত নীতি-কাঠামোর জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ গঠনঃ

ক্রমিক নং	পদবী	
১	মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সভাপতি
২	প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সদস্য
৩	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সদস্য
৪	সচিব, শিল্প মন্ত্রনালয়	সদস্য
৫	সচিব, বানিজ্য মন্ত্রনালয়	সদস্য
৬	সচিব, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়	সদস্য
৭	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৮	সচিব, অর্থ মন্ত্রনালয়	সদস্য
৯	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান, বাতাঁবো	সদস্য
১২	মহাপরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৬	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১৭	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড	সদস্য
১৮	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৯	ডীন, চারু ও কলা ইসস্টিটিউট	সদস্য
২০	অধ্যাপক, বুটেক্স (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২১	সভাপতি, জাতীয় তাঁতি সমিতি	সদস্য
২২	সভাপতি, বিডব্লিউপিএমবিএ	সদস্য
২৩	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি	সদস্য
২৪	যুগ্মসচিব, বস্ত্র-২, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সদস্য-সচিব

জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদের কার্যপরিধি:

১। প্রতি ছয় মাস অন্তর সমন্বয় পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে। পরিষদ তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে তা সমাধানের সুপারিশ করবে।

২। সমন্বয় পরিষদ সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে এ নীতিমালায় বর্নিত কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

বাস্তবায়ন পরিষদ: সমন্বয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ একটি বাস্তবায়ন পরিষদ থাকবে:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	
১	চেয়ারম্যান, বাতাঁবো,	সভাপতি
২	যুগ্মসচিব, বস্ত্র-২, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়	সদস্য
৩	সদস্য (সকল), বাতাঁবো	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, রেশম উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৫	নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি	সদস্য
৬	পরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর	সদস্য
৭	পরিচালক, বিটিএমসি	সদস্য
৮	পরিচালক, বিসিক	সদস্য
৯	পরিচালক, ইপিবি	সদস্য
১০	পরিচালক, পাট অধিদপ্তর	সদস্য
১১	অধ্যাপক, চারু ও কলা ইসস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২	প্রধান (সকল) ও জিএম, বাতাঁবো	সদস্য
১৩	পরিচালক, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৪	অতিরিক্ত পরিচালক, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১৫	ডিজিএম (অপারেশন), বাতাঁবো	সদস্য
১৬	ডিজিএম (মার্কেটিং), বাতাঁবো	সদস্য
১৭	সভাপতি/সম্পাদক, জাতীয় তাঁতি সমিতি	সদস্য
১৮	সভাপতি/সম্পাদক, বিডব্লিউপিএমবিএ	সদস্য
১৯	তাঁত কারখানার প্রতিনিধি-২ জন (বাতাঁবো কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২০	টেক্সটাইল বিশেষজ্ঞ-২ জন (বাতাঁবো কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২১	তাঁতি প্রতিনিধি- ৩ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২২	সচিব, বাতাঁবো	সদস্য-সচিব

বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধি:

১। প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

২। বাস্তবায়ন পরিষদের সুপারিশের আলোকে তাঁত বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিষদকে অবহিত করবে:

৩। তাঁতজাত পণ্য উৎপাদন, রপ্তানী নীতি, আমদানী নীতি এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে পরিয়দ প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

বিংশ অধ্যায়

জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল

জাতীয় তাঁত শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে চারটি সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত কৌশলের আলোকে মৌলিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

ক) সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে তাঁত শিল্পের সাথে জড়িতদের সক্ষমতাবৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য এ শিল্পের বহুমুখীতা ও গুনগতমান বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ শিল্পের সাথে জড়িত তাঁতি, ব্যক্তি উদ্যোক্তা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। টেকসই সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তি খাতের কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। ব্যক্তি খাত ও বেসরকারী খাতের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রয়োজন।

খ) অংশিদারীত্ব বৃদ্ধিঃ সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালায় ব্যক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ব্যক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সেবার মানও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

গ) বাজার সম্প্রসারনঃ প্রান্তিক তাঁত শিল্পিদের পণ্য বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশীয় ও বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজার সম্প্রসারন ও নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করার জন্য সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে ব্যক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ঘ) ক্ষমতায়নঃ সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্পের সাথে জড়িত নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বিস্তারিত কর্মসূচী/কৌশলসমূহঃ

১. দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় বেসিক সেন্টার স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ, উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁত হাট স্থাপন;

২. তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে তাঁত বস্ত্র মেলার আয়োজন করা;

৩. বাজার সম্প্রসারনের জন্য ঋড়ৎধিৎফ খরহশধমব ধহফ ইধপশধিৎফ খরহশধমব শিল্প স্থাপনে সহায়তা করা;

৪. বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের জন্য বাজার যাচাই করা;

৫. বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার ও বাজার সম্প্রসারনের ব্যবস্থা নেয়া;

৬. পরিবর্তিত বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে বস্ত্র উৎপাদন, বস্ত্রের গুণগত মনোন্নয়ন, কাপড়ের ত্রুটির হার হ্রাসকরণ এবং তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিজাইন সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফ্যাশন ডিজাইন ইনষ্টিটিউট, তাঁত উন্নয়ন কেন্দ্র, সার্ভিস সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন এবং তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ;

৭. গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়নে "তাঁত গবেষণা ইনষ্টিটিউট" স্থাপন;

৮. দক্ষ ও আত্ন-ব্যবস্থাপনামূলক তাঁতি সমিতি গড়ে তোলার জন্য সময়ে সময়ে সমিতি বিধিমালা ও আইন যুগোপযোগী করা;

৯. তাঁতি সমিতিসমূহকে শক্তিশালী করা। সরকারি সেবা তাঁতিদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাঁতি সমিতিকে অন্যতম ইউনিট হিসেবে কাজে লাগানো;

১০. তাঁত শিল্প খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

১১. কৃষির পাশাপাশি অথবা অকৃষি মৌসুমে তাঁত পণ্য উৎপাদনে অধিকহারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা;

১২. তাঁত শিল্পের সামগ্রিক ধারণার জন্য তাঁত পণ্যের মানচিত্র তৈরী করতে হবে। এছাড়াও এ শিল্পের একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন করা হবে, যা বাতাঁবো কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে;

১৩. শিক্ষিত বেকার তরুন-তরুণীদের প্রশিক্ষিত করে তাঁত পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা;

১৪. পণ্যের বহুমুখীতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি কল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা:

১৫. পণ্যভিত্তিক তাঁত পল্লী গড়ে তোলা;

১৬. তাঁত শিল্পের উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা;

১৭. তাঁত পণ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে;

১৮. পণ্যের ডিজাইন উন্নয়নে সহায়তা করা;

১৯. তাঁত শিল্প উন্নয়নে গবেষনা ও উন্নয়ন খাতে সরকারী ও বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা:

২০. দেশীয় তাঁত পণ্যের জি আই প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;

২১. সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান;

২২. সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় তাঁত শিল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া;

২৩. নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া এবং

২৪. ব্যক্তি খাতকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনে উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

একবিংশ অধ্যায়

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ

২১.১ প্রস্তাবিত তাঁত নীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ শিল্পের উন্নয়নের সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা হবে।

২১.২ উপদেষ্টা কমিটি তাঁত শিল্পের বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে এবং তাঁত নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, সমিতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের এ্যাসোসিয়েশনসমূহের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২১.৩ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ অনুসরন করবে। এ নীতি যথাযথ বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংগতি রেখে এ নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।

২১.৪ জাতীয় অর্থনীতিতে এ তাঁত নীতির সামগ্রিক অবদান পর্যালোচনার জন্য মধ্যম এবং সমাপনী মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২১.৫ তাঁত শিল্পকে পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবং বিদ্যমান বিবিধ সমস্যাবলী নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ এ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সহ-সভাপতি
৩। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য
৪। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	- সদস্য
৫। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য
৬। সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৭। সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৮। সিনিয়র সচিব, সচিব, বানিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৯। সিনিয়র সচিব/সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০। সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১। সিনিয়র সচিব/সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২। সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	- সদস্য
১৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৪। সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৫। সিনিয়র সচিব/সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৬। সিনিয়র সচিব/সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	- সদস্য
১৮। সিনিয়র সচিব/সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি)	- সদস্য
২০। চেয়ারম্যান , বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)	- সদস্য
২১। ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	- সদস্য
২২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	- সদস্য
২৩। মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর	- সদস্য
২৪। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	- সদস্য
২৫। পরিচালক জেডিপিসি	-সদস্য
২৬। পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	- সদস্য
২৭। সভাপতি, জাতীয় তাঁতি সমিতি	-সদস্য
২৮। সকল সদস্য, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	-সদস্য
২১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	- সদস্য সচিব

২১.৫.১ প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২১.৫.২ পরিষদ আবেদনকারী কোন উদীয়মান যোগ্য তাঁত/নকশি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাঁত/নকশি খাতে অন্তর্ভূক্তির ঘোষণা দিতে পারবে। বিদ্যমান অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাঁত/নকশি খাতের পর্যালোচনা ও তালিকা হালনাগাদ করাসহ প্রদেয় প্রণোদনাসমূহের ধরণ ও শর্ত নির্ধারণ করবে এবং তাঁত নীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবে।

২১.৫.৩ বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় পরিষদে আরও সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে। যখন কোন সুনির্দিষ্ট উপ-খাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপ-খাতের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নক্সা উন্নয়ন, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও নক্সা সংরক্ষণ

তাঁত বস্ত্রকে আকর্ষনীয়, হৃদয়গ্রাহী, দৃষ্টিনন্দন এবং ভোক্তার নিকট পছন্দের পণ্য এবং গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য নক্সার উন্নয়নের বিকল্প নেই। সময়, অবস্থান, প্রকৃতি ইত্যাদি কারণে প্রতিনিয়ত মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটছে। ভোক্তার চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাঁত বস্ত্রের নক্সার উন্নয়নে ডিজাইন ডেভলপমেন্ট সেন্টার, ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে। তাঁত বস্ত্রের নক্সার উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে গবেষণাগার স্থাপন করা হবে।

প্রাচীন শিল্পগুলোর মধ্যে তাঁত শিল্প অন্যতম। এ তাঁত শিল্প আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্যর সাথে মিশে আছে। প্রাচীনকাল হতে বস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন লতা-পাতা, ফুল-ফল, পশু-পাখি, প্রকৃতি ইত্যাদির নক্সা তৈরি করা হতো। এগুলো আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁত বস্ত্রের নক্সার পরিবর্তন হলেও মূল ধারণা আজও বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের তাঁত বস্ত্রের নক্সা সংরক্ষণের লক্ষ্যে Design collection programme এর আওতায় নক্সা সংগ্রহ করে তা আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তাঁত যন্ত্র ও উপকরণ বিপণন

আমাদের দেশের তাঁতি সম্প্রদায় অত্যন্ত গরীব। তাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত নয়। তারা সামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তাঁতি সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এ জন্য তাঁত শিল্পকে অগ্রাধিকার শিল্পখাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়নে তাঁতিদের সুলভ মূল্যে আধুনিক তাঁত যন্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়াও তাঁত যন্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং সহযোগী উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাঁতের সকল যন্ত্রাদি উৎপাদন করে ন্যায্যমূল্যে তাঁতীদের সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকা

২৪.১। তাঁত সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাঃ

(ক) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় তাঁতি, তাঁত, নকশি ও হোসিয়ারী শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব দানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। তাঁতি ও তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা অনুমোদন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করবে এ মন্ত্রণালয়। দেশব্যাপী তাঁতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির অনুমোদন, প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিবিড় তদারকি ও তত্ত্বাবধান, দেশব্যাপী তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানে সার্বিক সহযোগিতা করবে এ মন্ত্রণালয়। এছাড়া, তাঁত শিল্পের উন্নয়নে তাঁতিদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের (শুল্ক মুক্তভাবে সুতা আমদানি, রপ্তানী) জন্য আইন প্রণয়ন করাও এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। পরিবেশ বান্ধব তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডসহ সারাদেশের তাঁতিদের উন্নয়নমূলক কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করাও এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। তাঁতি, তাঁত ও নকশি শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে। তাঁত সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে।

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে তাঁত খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমন্বয় সাধন করবে।

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী তাঁতি ও তাঁত শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত/গৃহীতব্য প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করবে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।

(ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

পরিবেশ বান্ধব তাঁত বস্ত্র ব্যবহারের উপকারিতা, পরিবেশের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব বিশেষ করে জীব বৈচিত্র ও জলবায়ুর উপর এর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই; এ সব বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তাঁত বস্ত্রের টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

(ঙ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

পরিবেশ বান্ধব তাঁত বস্ত্র ব্যবহারের উপকারিতা, পরিবেশের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব বিশেষ করে জীব বৈচিত্র ও জলবায়ুর উপর এর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই; এ সব বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ

তাঁত খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কৃষি পণ্য উৎপাদনে যেমন ভর্তুকি প্রদান করা হয় তেমনি তাঁতিদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন ও আমদানীতে ভর্তুকি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁত খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এ মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করবে।

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম অর্থাৎ বেতার, টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা করবে।

(জ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করবে। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে তাঁত শিল্পের উন্নয়নের গৃহীত কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম মনিটরিং নিশ্চিত করবে। তাঁতি সমিতিগুলোর মাধ্যমে ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে এ মন্ত্রণালয়।

(ঝ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশনঃ

সরকারের নীতি নির্ধারন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সামগ্রিকভাবে তাঁতি ও তাঁত শিল্পের উন্নয়ন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে তাঁত শিল্পকে সম্পৃক্ত করবে এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে এ মন্ত্রণালয়।

(ঞ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ঃ

তাঁতিদের সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অধিক সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ট) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ, মহিলাদের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঠ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করে দেশে যুব তাঁতিদের জন্য বিভিন্ন কল্যানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে এ মন্ত্রণালয়।

(ড) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

তাঁত বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তাঁত বস্ত্রকে দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় করার নিমিত্ত তাঁত শিল্পীদের নিয়ে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে।

(ঢ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ঃ

জাতীয় পরিবেশ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃক্ষ রোপণে জনগনকে উৎসাহিত করা, পরিবেশ দূষণকারী বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা, উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীতে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়কে গুরুত্ব আরোপ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মসূচী বাস্তবায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ণ) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে সকল কার্যক্রমে তাঁত বস্ত্র ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতিদের পুনর্বাসনে এ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ত) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ

তাঁত বস্ত্রের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার জন্য এবং বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া, চোরাই পথে বিদেশ থেকে যাতে কোন প্রকার বস্ত্র দেশে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এ মন্ত্রণালয়।

(থ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ঃ

তাঁত শ্রমিক, তাঁত কারিগর এবং এ পেশায় নিয়োজিত তাঁতিদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারন করাসহ প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

(দ) ভূমি মন্ত্রণালয়ঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ঃ

তাঁতিদের উৎপাদিত সকল তাঁত বস্ত্র তাঁত পণ্যের GI (Geographical Indication) এবং পেটেন্ট প্রদানে এ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(ন) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় তাঁত বস্ত্র তৈরির বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানী এবং প্রস্তুতকৃত তাঁত বস্ত্র রপ্তানীতে সহায়তা প্রদান করবে।

(প) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে দেশের তাঁতিদের জন্য পরিকল্পিত আবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ফ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে।

(ব) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় ই-গভর্নেন্স কর্মসূচীর আওতায় ওয়েবসাইটে তাঁতি ও তাঁত শিল্প বিষয়ক তথ্য প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(ভ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ

এ মন্ত্রণালয় তাঁত বস্ত্রের আন্তর্জাতিক বারাজ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ম) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং উপজাতীয় তাঁতিদের সামগ্রিক কল্যাণে এ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৪.২ তাঁত শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমে বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভূমিকাঃ

(ক) বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ উৎসাহিত করা হবে এবং যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ও বিপণন কাজে নিয়োজিত থাকবে সে সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি ও প্রনোদনা প্রদান করা হবে।

(খ) তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতে সুতা, রং-রসায়ন হ্রাসকৃত শুল্কে আমদানিসহ বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

উপসংহার

দেশের তাঁত শিল্পী, তাঁত পণ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদনকারী, আমদানীকারক, বিপননকারী, তাঁত শিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও ভোক্তার কথা বিবেচনায় রেখে জাতীয় তাঁত নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়ন তাঁত শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা হলে নারীদের ক্ষমতায়নসহ বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাংখিত উন্নয়ন সাধিত হবে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

বিটিএমসি ভবন(৫ম তলা)

৭-৯, কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫।

২৪.০৫.০০০০.৫০১.৯৯.০০১.১৮-২১৪৪

তারিখ: ২৪.১০.২০১৮ খ্রি:।

বিষয় ঃ তাঁতির সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং তাঁতিদের সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের তাঁতি সমিতি বিধিমালা ১৯৯১ এর ২(চ) অনুসারে, "তাঁতি বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির তাঁতে কাজ করে।"

উক্ত সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ নয় বিধায় বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে সংজ্ঞাটি নিম্নরূপভাবে সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে ঃ

"তাঁতি বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার নিজের তাঁত আছে অথবা যিনি নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির তাঁতে কাজ করেন অথবা যিনি তাঁত পণ্য উৎপাদনের যেকোন পর্যায়ে সম্পৃক্ত।" এক্ষেত্রে তাঁতি সংজ্ঞায়নের ক্রাইটেরিয়াসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। যিনি তাঁতের মালিক;
২। যিনি নিজের তাঁত চালনা করেন;
৩। যিনি তাঁত শ্রমিক (কারিগর);
৪। যিনি চরকায় সুতা কাটেন;
৫। যিনি রিডিনে সুতা ভরেন;
৬। যিনি সুতায় মার দেন ও রং করেন;
৭। যিনি টানায় (Wrap) কাজ করেন;
৮। যিনি ব (Heald) এবং শানা (Reed-চিরুনি) গাথেন;
৯। যিনি পড়েনে (Weft) কাজ করেন;
১০। যিনি কাপড়ে ডিজাইন করেন;
১১। যিনি ডবি (Dobby) ও জ্যাকার্ডে (Jacquard) ডিজাইন করেন;
১২। যিনি কাপড়ে মাড় দেন ও ইস্ত্রি করেন;
১৩। যিনি কাপড়ে Brashing এবং Shearing (আলগা সুতা কাটানো) ও Finishing দেন;

খ। তাঁতিদের সঠিক পরিসংখ্যান ঃ তাঁতিদের সঠিক পরিসংখ্যান বের করার জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তাঁত শুমারি, ২০১৮ গত ১০মে, ২০১৮ হতে ২৪মে, ২০১৮ মেয়াদে মাঠ পর্যায়ে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এখনও চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত হয়নি বলে পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছেন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা অনুসারে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে খসড়া তাঁত শুমারীর ফলাফল জানানোর জন্য তিনবার পত্র দেয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে পাঁচবার যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ তা প্রদান করেনি।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে গত ১০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে জানায় যে, "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "তাঁত শুমারি-২০১৮" প্রকল্পের শুমারি ফলাফল চূড়ান্ত করার পর তথ্য প্রদান সম্ভব হবে।

গ। তাঁতি সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণঃ সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে হস্তচালিত তাঁতে তাঁতিদের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমে গেছে। কমে যাওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। তাঁতে কাজে অধিক পরিশ্রম, কম উৎপাদন এবং স্বল্প আয়;
২। সামর্থবানদের পাওয়ার লুম (শক্তি চালিত তাঁত) এ পরিবর্তিত হওয়া;
৩। গ্রামে-গঞ্জে তাঁতের শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর প্রভৃতির ব্যবহার কমে যাওয়া;
৪। কাপড় তৈরির উপকরণের দাম বৃদ্ধি;
৫। বিপণন ব্যবস্থার সুবিধার অভাব;
৬। তাঁতিদের মূলধনের অভাব;
৭। তাঁত পেশা একঘেয়ে ও কম আয়ের বিধায় অন্যান্য সহজ এবং বেশি পারিশ্রমিকের কাজে নিয়োজিত হওয়ায়;
৮। সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া বা নেতিবাচক মনোভাব থাকায়;

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন ঃ ৯১২৪৪০৯

মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ
সিনিয়র সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।